FORB Learning Platform

স্ক্রিপ্ট: ধর্ম বা বিশ্বাসের– বলপ্রয়োগ থেকে সুরক্ষা

ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বলপ্রয়োগ থেকে সুরক্ষার অধিকার। বলপ্রয়োগ মানে জোর করে বা ভয় দেখিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য করা।

ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার একটি মৌলিক দিক হচ্ছে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস ধারণ বা পরিবর্তনের অধিকার আছে। অন্যভাবে বললে, ধর্ম বা বিশ্বাস এবং এর অভিব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছামূলক।

বলপ্রয়োগ থেকে সুরক্ষার অধিকার এই বিষয়টিতেই আলোকপাত করে। কোনো রাষ্ট্র, ধর্মীয় নেতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস বা চর্চা অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই। এমনকি কারও ধর্ম বা বিশ্বাস ধারণ, পালন বা পরিবর্তন করানোর অধিকারও অন্য কারও নেই।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৮(২) নং অনুচ্ছেদ
"কাউকে এমন কোন বাধ্যতার অধীন করা যাবে না যার ফলে নিজের পছন্দমত ধর্ম বা বিশ্বাস পোষণ বা গ্রহণ করার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারে।"

এই দিকটি রাষ্ট্রকে কেবল মানুষের উপর বলপ্রয়োগ করা থেকে বিরত রাখার কথাই বলে না, বরং সেই সাথে সমাজের অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হুমকি বা সহিংসতার হাত থেকে ব্যক্তিকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য দায়িত্বও প্রদান করে।

তথাপি সারা বিশ্বে আমরা হুমকি, সহিংসতা কিংবা জরিমানা বা কারাদণ্ডের মত শাস্তির মাধ্যমে বলপ্রয়োগের অনেক ঘটনা দেখতে পাই। বলপ্রয়োগ খুব সুক্ষ্মভাবে সংঘটিত হতে পারে, যেমন ধর্মান্তরের বিনিময়ে চাকরির প্রস্তাব, অথবা কোনো বিশেষ ধর্ম বা বিশ্বাস ত্যাগ করলে বা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে বাধা দান করা।

অনেক সময় রাষ্ট্র নিজে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের মাধ্যমে কিংবা স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বলপ্রয়োগে জড়িত থাকে।

বাহাই সম্প্রদায় ইরানের সর্ববৃহৎ অমুসলিম ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ১৯৭৯-র বিপ্লবের পর থেকে সরকারী নীতির আওতায় বাহাই অনুসারীদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য তাদের উপরে পদ্ধতিগতভাবে নিপীড়ন চালানো হয়েছে। বিপ্লব পরবর্তী ১০ বছরে এই সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, শত শত মানুষকে নির্যাতন বা কারাবন্দী করা হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ তাদের চাকরি, শিক্ষা ও অন্যান্য অধিকার হারিয়েছে কেবলমাত্র তাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্য।

২০১৭'র ডিসেম্বরে ইরানে ধর্মবিশ্বাসের জন্য ৯৭ জন বাহাই বিবেকের বন্দী ছিল, এর মধ্যে ছয় জন ছিলেন জাতীয় পর্যায়ের বাহাই ধর্মীয় নেতা।

এই উদাহরণগুলো বৈষম্য ও বলপ্রয়োগের মধ্যে সংযোগকে তুলে ধরে। ইরানে বাহাই সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা বা সরকারী চাকুরীতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। বৈষম্যমূলক এই আইনটি বলপ্রয়োগমূলক। যখন একজন শিক্ষার্থী বা পেশাজীবীকে বাহাই ধর্মাবলম্বী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তখন তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ বা পদচ্যুতির মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নিতে হয়।

অনেক সময় সহিংস জাতীয়তাবাদী বা উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলো মানুষকে জোরপূর্বক ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তন করতে বলপ্রয়োগ করে। তথাকথিত ইসলামিক রাষ্ট্র দায়েশ, ইয়েজিদি ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মের লোকদের ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেছে এবং যারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাদেরকে হত্যা করেছে। এদিকে ভারতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টির মাধ্যমে জোরপূর্বক হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে হিন্দুত্ববাদীদের জড়িত থাকার কথা জানা গেছে। মিয়ানমারে সেনাবাহিনীর সদস্য কর্তৃক জোরপূর্বক বন্দুকের মুখে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করানোর প্রমাণ রয়েছে। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের কিছু অঞ্চলে মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করলে গুলি করে মেরে ফেলার ভয় দেখানো হয়েছে।

যদিও বলপ্রয়োগের নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তির ধর্ম বা বিশ্বাস পোষণ, গ্রহণ বা পরিবর্তনের সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত, তথাপি ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে অনেককে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে বলপ্রয়োগের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। এ ধরনের বলপ্রয়োগের একটি উদাহরণ হচ্ছে নারীদের পোশাক। কোনো কোনো দেশে নারীদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় পোশাক পরিধান করতে হয়,

আবার অন্য অনেক দেশে নারীদের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। নারীরা তাদের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করলে ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদেরকে নানাভাবে হয়রানি করে থাকে এবং যদি তারা তা পরিধান না করেন তখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে তাদেরকে তিরষ্কৃত হতে হয়।

অনেক মানুষই বলপ্রয়োগের শিকার হয়ে থাকেন। অনেক দেশেই যাদের ধর্মীয় মতবাদ বা চর্চা রাষ্ট্রীয় চেতনা বা সামাজিক রীতিনীতি থেকে ভিন্ন , তাদেরকে বলপ্রয়োগের শিকার হতে হয়। সংখ্যালঘু, নিরীশ্বরবাদী, ধর্মান্তরিত বা স্থানীয় প্রেক্ষাপটে "বিদেশী" ধর্মের অনুসারীরা বিশেষভাবে বলপ্রয়োগের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে যাদেরকে স্ব-ধর্মত্যাগী, ঈশ্বর-নিন্দাকারী বা সঠিকভাবে ধর্ম পালন করছেন না বলে বিবেচনা করা হয় তাদেরকে জোরপূর্বক তাদের বিশ্বাস ও চর্চা পরিবর্তনে রাষ্ট্র, নিজ পরিবার ও সমাজ কর্তৃক বলপ্রয়োগের শিকার হতে হয়।

সার কথা হচ্ছে, বলপ্রয়োগের মধ্যে হুমকি, সহিংসতা, বৈষম্য কিংবা জরিমানা বা কারাদণ্ডের মত শাস্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তা রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে আসতে পারে। কাউকে বলপ্রয়োগের অধীন করা যাবে না কথাটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন শুধুমাত্র রাষ্ট্র কর্তৃক বলপ্রয়োগের ব্যবহার নিষিদ্ধই করেনি, সেই সাথে বলপ্রয়োগ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে বলপ্রয়োগ প্রতিরোধ ও বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

এই ওয়েবসাইটের প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ থেকে বলপ্রয়োগ থেকে সুরক্ষা এবং এ সম্পর্কিত মানবাধিকার দলিলসমূহ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন ।

সর্বসত্ব সংরক্ষিত: এসএমসি ২০১৮